সংবাদ

তারিখ ... SEP 15 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী

এবার এইচএসসি পাস করা ৫০ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী তাদের কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সাতটি শিক্ষা বোর্ডে এবার এইচএসসিতে ২ লাখ ৬৩ হাজার ৩৫৮ জন শিক্ষার্থী পাস করেছে। এছাড়া এইচএসসি ভোকেশনাল ও মাদ্রাসার আলিম স্তরে পাস করা শিক্ষার্থীসহ মোট পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৪৫৪ জন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (ব্যানবেইস) ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সব মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা স্তরে মোট আসনসংখ্যা পৌনে ৩ লাখের কিছু বেশি। ২৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে আসন রয়েছে ২৫ হাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে আছে আরও এক লাখ আসন, ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী, ডিগ্রি ও বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সে সারাদেশে আসন আছে আরও প্রায় ৯০ হাজার, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৫ হাজার, টেকনিক্যাল ও অন্যান্য বিএসসি কোর্সে ৫ হাজার এবং মাদ্রাসাগুলোতে ৩০ হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে। তাই প্রায় পৌনে ৩ লাখ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে পাররে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো।

ফলাফলে মোট ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৩.৫-এর নিচে স্কোর করেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জিপিএ ৩.৫-এর নিচে পেলে শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদনই করতে পারবে না। এবারের পাস করা সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষার্থীর সঙ্গে গতবারের আরও প্রায় ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীও এবার উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে। তাই উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা থাকলেও শুধু আসন এবং অবকাঠামোর অভাবে সবাই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। এসব শিক্ষার্থীর দায়-দায়িত্ব কে নেবে?

ইউজিসির মতে বিদ্যমান সুযোগ অব্যাহত রাখতে হলেও ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষা নিয়ে ইউজিসি ২০ বছর মেয়াদি এমন একটি কর্মপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমাও দিয়েছে।

বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়ার পরও শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার মতো মৌলিক একটি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিষয়টির সুরাহা করতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সব মহল উদ্যোগী হবে বলে আমরা আশা করি।